ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 3 0 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ ...

থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পদ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর যে কতো অবহেলিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার সূচনাতে যেখানে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৭.৫০ কোটি, বর্তমানে তা ১২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। প্রায় প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ৪/৫ শতের অধিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য প্রত্যেক থানায় একজন করে থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও প্রতি কুড়িটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একজন করে সহকারী থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রয়েছে।

থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান, একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম শুরু করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একজন জেলা শিক্ষা অফিসার ও একজন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারের পক্ষে জেলার প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা তত্ত্বাবধান কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন জেলা শিক্ষা অফিসারের মাসের আট দিন শুক্র ও শনিবার সরকারি ছুটি বাদ দিয়ে বাকি ২২ দিনের মধ্যে বিভিন্ন দিবস উদযাপন, আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন সমন্বয় ইত্যাদির জন্য জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আরো ৮/১০ দিন সময় ব্যয় করতে হয়। মাসের বাকি ১২/১৪ দিনে একজন জেলা শিক্ষা অফিসারের পক্ষে জেলার ৪/৫ শত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনোটাতে ৩/৪ বছরেও একবার যাওয়া হয় না। ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছে নানারকম দুর্নীতি ও অনিয়ম। অথচ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতার ৮০% সরকারি কোষাগার থেকে প্রদান করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দেশের ৪৬০টি প্রশাসনিক থানায় জাতীয়ভিত্তিক ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০০ কর্মকর্তা ও ১ হাজার ৫০০ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা প্রকল্প কর্মকর্তাদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের পাশাপাশি একাডেমিক তত্ত্বাবধান করারও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী অফিসার ও মহাপরিচালক, মাউশি-এর নির্দেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তদারকি, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শন, থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম তদন্ত, রিলিফ বণ্টনে তদারকি, শিক্ষক নিয়োগ, এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম পরীক্ষা পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ও জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহযোগিতাসহ অন্যান্য সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী দক্ষতা ও সততার সঙ্গে পালন করে আসছেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে অত্র প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। প্রকল্পের মেয়াদান্তে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রকল্প দলিলের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বব্যাংক সুপারভিশন মিশন ও উল্লিখিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জোর সুপারিশ করেছে বলে জানা যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই।

এমতাবস্থায় থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর স্থায়ীভাবে একাডেমিক সুপারভিশন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করে সেই সৃষ্ট পদে থানা প্রকল্প কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইলো।

মোঃ জাফর আহমেদ
থানা অফিস প্রজেক্ট ম্যানেজার
এফএসএসএপি, পরশুরাম, ফেনী।